Department of Bengali
SEM-VI(Genl),DSE-1B
Natyakar Dijendralal Roy & Khirodpras Bidyabinod
Dr.Swapna Das

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। তিনি ডি. এল. রায় নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৫০০টি গান রচনা করেন। এই গানগুলি বাংলা সঙ্গীত জগতে "দ্বিজেন্দ্রগীতি" নামে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত গান হল --- "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা", "বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ" ইত্যাদি আজও সমান জনপ্রিয়।

□¤ জন্ম ও জন্মস্থান :-

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন।

□¤বংশপরিচয়/পারিবারিকপরিচয় :-

তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-৮৫) ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান। তাঁর বাড়িতে বহু গুণীজনের সমাবেশ হত। কার্তিকেয়চন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক ও সাহিত্যিক। তিনি গীতমঞ্জরী নামক একখানি স্বরচিত গীতসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই বিদগ্ধ পরিবেশ বালক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের বংশধর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুই দাদা রাজেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় এবং এক বৌদি মোহিনী দেবীও ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টা। সন্তান দিলীপকুমার রায়।

□¤ নাটক :-
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলোকে সমালোচকরা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন ---

ক। প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটক :-

(১) "একঘরে" (২রা জানুয়ারি, ১৮৮৯)
★তথ্য :- এটি একটি বিদ্রূপাত্মক গদ্য রচনা।
□এই বইয়ে তিনি প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ

করেছিলেন।
(২) "কল্কি অবতার" (১৮৯৫)
★তথ্য :- এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটক।
এই প্রহসনটি বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটিতে নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পন্ডিত ও বিলাতফেরত - এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে।
এই রচনাটিকে সামাজিক প্রহসন বা সামাজিক লঘু রসাশ্রয়ী নাটক বলা যেতে পারে।
"আর্যগাথা" (প্রথম খণ্ড : ১৮৮২ ও দ্বিতীয় খণ্ড : ১৮৯৩) প্রকাশিত হওয়ার পরে "কল্কি অবতার" (১৮৯৫) প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটিই তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, অর্থাৎ এটি তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ।
(৩) "বিরহ" (১৮৯৭)
★তথ্য :- গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় এবং তার তৃতীয় পক্ষের কুরূপা স্ত্রী নির্মলার কৌতুককর দাম্পত্য কলহ দিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত করা হয়েছে।
★ উৎসর্গ :- এই প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেন --- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
(৪) "ত্রহস্পর্শ বা সুখী পরিবার" (১৯০০)
(৫) "প্রায়শ্চিত্ত" (১৯০২)
★ তথ্য :- এই প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটি "বহুত আচ্ছা" নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়।
★ উৎসর্গ :- এই প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেন --- নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে।বিলাতফেরত সমাজের অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার চিত্র আঁকাই ছিল এই প্রহসনটির উদ্দেশ্য।
(৬) "পুনর্জন্ম" (১৯১১)
★ তথ্য :- "প্রায়শ্চিত্ত" রচনার দীর্ঘ ৯ বছর পর প্রহসন রচনা করেন পুর্নজন্ম।
এই ক্ষুদ্র কলেবর প্রহসনটিকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলা হয়।
এই ক্ষুদ্র প্রহসনটির কয়েকটি চরিত্র হল --- 'যাদব চক্রবর্তী', 'সৌদামিনী', 'অশ্বিনী'।
(৭) "আনন্দ-বিদায়" (১৯১২/১৩১৯)
★ তথ্য :- এটি তাঁর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ এবং সর্বশেষ প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটক।
এই প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটির প্যারেডিতে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আক্রমণ করেন।
★ উৎসর্গ :- এই প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেন --- রসরাজ অমৃতলাল বসুকে।

 এই প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটকটি "স্টার থিয়েটার"-এ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ অভিনীত হয়।

খ। ইতিহাসশ্রয়ী বা ঐতিহাসিক নাটক :-
(১) "তারাবাঈ" (১৯০৩)
★ তথ্য :- এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত ইতিহাসশ্রয়ী বা ঐতিহাসিক নাটক।
(২) "প্রতাপসিংহ" (১৯০৫)
(৩) "দুর্গাদাস" (১৯০৬)
(৪) "সোরাব রুস্তম" (১৯০৮)
(৫) "নূরজাহান" (১৯০৮)
(৬) "মেবার পতন" (১৯০৮)
★ তথ্য :- রাজস্থানের ইতিবৃত্ত নিয়ে লেখা তাঁর শেষ নাটক হল "মেবার পতন" (১৯০৮)
ঘটনার দিক থেকে এই নাটকটিকে "প্রতাপসিংহ" (১৯০৫) নাটকের পরিশিষ্ট বলা যায়।
এই নাটকটির কয়েকটি চরিত্র হল --- 'কল্যাণী', 'সত্যবতী', 'মানসী', 'মহাবৎ খাঁ', 'গোবিন্দ'।
এই নাটকটির 'মানসী' হল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মানসকন্যা।
"মেবারপতন" (১৯০৮) হল দ্বিজেন্দ্র জীবনদর্শনেরই নাট্যরূপ।
(৭) "সাজাহান" (১৯০৯)
(৮) "চন্দ্রগুপ্ত" (১৯১১)
(৯) "সিংহল বিজয়" (১৯১৫)
★ তথ্য :- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুর ২ বছর পর এই নাটকটি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ এটি তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত নাটক। এটি তাঁর শেষ প্রকাশিত ইতিহাসশ্রয়ী বা ঐতিহাসিক নাটক।
এটি তাঁর দীর্ঘতম নাটক।
এই নাটকটি সম্পূর্ণ ইতিহাসশ্রয়ী বা ঐতিহাসিক নাটক নয়, পুরাবৃত্ত - আশ্রয়ী নাট্যরোমাঞ্চ।

গ। পৌরাণিক নাটক :-

(১) "পাষাণী" (১৯০০)
★ তথ্য :- এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত পৌরাণিক নাটক।
(২) "সীতা" (১৯০৮)

(৩) "ভীষ্ম" (১৯১৪)
★ তথ্য :- এটি তাঁর শেষ প্রকাশিত পৌরাণিক নাটক।

ঘ। সামাজিক নাটক :-
(১) "পরপারে" (১৯১২)
★ তথ্য :- এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত সামাজিক নাটক।
(২) "বঙ্গনারী" (১৯১৬)
★ তথ্য :- এই নাটকটি পান্ডুলিপি অবস্থায় পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুর ৩ বছর পর এই নাটকটি প্রকাশিত

হয়, অর্থাৎ এটি তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত নাটক। এটি তাঁর শেষ প্রকাশিত সামাজিক নাটক।
□এই নাটকটির উপর নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বলিদান" (১৯০৫) নামক সামাজিক নাটকের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।
□এই নাটকে বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
□এই নাটকটির মধ্যে একটি 'গণিকা' চরিত্র এতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে সেই চরিত্রটিকে নিয়েই তিনি স্বতন্ত্রভাবে "পরপারে" (১৯১২) নাটকটি রচনা করেন।

□¤ বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গুরুত্ব :-

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। তিনি বলেছেন, --- "বাঙলা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাববোধ হইতো। আমার কাব্যশক্তি আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

১। দ্বিজেন্দ্র জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেছেন, --- "তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতিসাবধানতার সহিত লিখিত। কোনো স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।"

২। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অভিনবত্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেছেন, --- "যাঁহারা বাঙালি থিয়েটারে যাইতে ঘৃণাবোধ করিতেন এমন অনেক ব্যক্তিও ডি. এল. রায়ের নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইতে আরম্ভ করিলেন।.....দ্বিজেন্দ্রলাল

নাট্যশালাগুলিকে বেল্লিক বাজার হইতে আনন্দবাজারে পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিলেন।"

৩। ১৩২০ বঙ্গাব্দে "ভারতী" পত্রিকায় সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, --- "তাঁহার নাটক প্রকাশিত হইবার পর হইতেই বাঙলা রঙ্গভমঞ্চসমূহের নাটকে প্রণালিতে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। থিয়েটারী ঢং হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চের নাটক চেষ্টা পাইতেছে। থিয়েটারী সাহিত্যে একটা Intellectual আবহাওয়াও যে সম্প্রতি প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সংসর্গের ফল।"

৪। ড. অজিতকুমার ঘোষ তাঁর "বাংলা নাটকরে ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, --- "নাটকের ভাষা নিরাবেগ কথার সমষ্টি নয়, ইহার দ্বারা চরিত্র বিশ্লেষণ এবং ঘটনার গতিবিধান করিতে হইবে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা ভালোভাবেই জানিতেন। সেজন্য তাঁহার ভাষার মধ্যে সর্বত্র গতির আবেগ, এবং ভাবের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সংলাপের প্রতিটা কথা যেন এক একটা তীক্ষ্ণফলা ছুরিকার ন্যায় ঝকঝক করিতেছে, যেন নিমেষগতিতে দর্শকের হৃদয়ে ইহা আমূল বিদ্ব হইয়া যাইবে।"

৫। ইতিহাসশ্রয়ী নাটক হিসাবে "নূরজাহান" (১৯০৮), "মেবার পতন (১৯০৮)", "সাজাহান" (১৯০৯), "চন্দ্রগুপ্ত" (১৯১১)-এর ভূমিকা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। ইতিহাসশ্রয়ী নাটকে স্বদেশি আন্দোলনকে দ্বিজেন্দ্রলাল শিল্পসম্মতভাবে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিকতার উত্তরণে দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

৭। দ্বিজেন্দ্রলাল দক্ষতার সঙ্গে নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রূণির সংলাপের প্রয়োগ করেছেন।

□¤ মৃত্যু ও মৃত্যুস্থান :-
১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মে মাত্র ৫০ বছর বয়সে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মৃত্যুবরণ (পরলোকগমন) করেন।

□□¤ তথ্যঋণ :-
১) "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" (২য় খণ্ড) --- অধ্যাপক শ্রী তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়।